দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 FEB 2005

পৃষ্ঠা — ১ ... কলাম ২

এআইইউবি'র সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি উচ্চশিক্ষা প্রসারে বাধা

স্টাফ রিপোর্টার : আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এআইইউবি) ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ৫ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এদেশের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা ব্যবহারের লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে পছন্দ ও সুযোগদানের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাদের উদ্যোগ ও উপায় পুনঃনির্ধারণ ২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

এআইইউবি'র সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চার চরম উৎকর্ষের কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো প্রবল ও জোরদার করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রয়োজন প্রচুর দক্ষ মানবসম্পদ। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই পারে এই দক্ষ মানবসম্পদের জোগান দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই সুযোগকে আরো প্রসারিত করতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৪ কোটি মানুষের দেশে আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। তবে প্রাইভেট বিশ্ব

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতিরিক্ত টিউশন ফি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রেসিডেন্ট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক না করে দেশের সকল জেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি পরামর্শ দিয়ে আরও বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চশিক্ষায় বিশ্বমান অর্জনে আপসহীন হতে হবে। তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (এআইইউবি) পরিচালিত এগ্রিবিজনেস এমবিএ প্রোগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এদেশে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে এবং জাতিগঠনে এআইইউবিসহ গুটিকয়েক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এআইইউবি'র চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ ৩৪২ জন ছাত্রছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রী প্রদান করেন এবং তাদের হাতে সনদ তুলে দেন।